ভাব-রস

রতি/ প্রেম : শৃঙ্গার
উৎসাহ : বীর
ক্রোধ : রৌদ্র
হাস : হাস্য
শোক : করুন
ভয় : ভয়ানক
জুগুপ্সা : বিভৎস
বিস্ময় : অদ্ভুত
শম : শান্ত

শুদ্ধ ভাষার পাঠশালা

নয়টি রস

শৃঙ্গার বা আদিরস
হাস্যরস
করুণরস
রৌদ্ররস
বীররস
ভয়ানকরস
বীভৎসরস
অদ্ভুতরস
শান্তরস

১)আদিরস বা শৃঙ্গাররস :

নায়ক-নায়িকার অনুরাগবিষয়ক ভাবকে আদিরস বা শৃঙ্গাররস বলে। এই রসের উৎপত্তি হচ্ছে স্থায়ীভাব রতি থেকে।

আদিরস বা শৃঙ্গার রস

১) সম্ভোগ শৃঙ্গার

২) বিপ্রলব্ধ শৃঙ্গার

সম্ভোগ শৃঙ্গার

তুমি দিয়েছিলে আগ্রহী অধরোষ্ঠ,
আমি দিয়েছিনু তাতে চুম্বন।
তুমি দিয়েছিলে নির্ঘুম দু'টি আঁখি
আমি দিয়েছিনু তাতে ঘুম-বন।
~নির্মলেন্দু গুণ

বিপ্রলব্ধ শৃঙ্গার

আমি কার কাছে গিয়া জিগামু সে
দুঃখ দ্যায় ক্যান,
ক্যান এত তপ্ত কথা কয়, ক্যান
পাশ ফিরা শোয়,
ঘরের বিছন নিয়া ক্যান অন্য ধান
খ্যাত রোয়?-
অথচ বিয়ার আগে আমি তার
আছিলাম ধ্যান ।

২) বীররস :

দয়া, ধর্ম, দান, দেশভক্তি ও সংগ্রাম বিষয়ে উৎসাহবিষয়ক ভাবের নাম বীররস। এই রসের স্থায়ী ভাব হচ্ছে উৎসাহ।

1.5x

আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে–
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে
মোর টগবগিয়ে খুন হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের
উল্লাসে।

আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে -
বান ডেকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার –
ভাঙা কল্লোলে।

বল বীর - বল বীর -
বল উন্নত মম শির!
শির নেহারি' আমারি নতশির ওই শিখর
হিমাদ্রির!
বল বীর -
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি'
ভূলোক দ্যুলোক গোলক ভেদিয়া
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া,
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাতৃর!
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা
দীপ্ত জয়শ্রীর!
বল বীর -
আমি চির উন্নত শির!

~ কাজী নজরুল ইসলাম

৩) করুণরস

ইষ্টবিয়োগ বা অপ্রিয়সংযোগে যে শোকসঞ্চার হয় তাকে করুণরস বলে। শোক ভাব থেকে আসে।

করুণরস

এইখানে তোর দাদির কবর ডালিম-গাছের তলে,
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।
এতটুকু তারে ঘরে এনেছিনু সোনার মত মুখ,
পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাসাইত বুক।
এখানে ওখানে ঘুরিয়া ফিরিতে ভেবে হইতাম সারা
সারা বাড়ি ভরি এত সোনা মোর ছড়াইয়া দিল
কারা।

~জসীমউদ্দিন

1.7x

৪) অদ্ভুত রস

আশ্চর্য বিষয়াদি দর্শনে যে বিস্ময়াত্মক ভাবের উদয় হয়, তাকে অদ্ভুত রস বলে। বিস্ময় ভাব থেকে আসে।

নারকেলের ঐ লম্বা মাথায়
হঠাৎ দেখি কাল
ডাবের মতো চাদঁ উঠেছে
ঠান্ডা ও গোলগাল ।
ছিটকিনিটা আস্তে খুলে
পেরিয়ে এলেম ঘর
ঘুমন্ত এই মস্ত শহর
করছিলো থরথর।

~ আল মাহমুদ

(৫) হাস্যরস

বিকৃত আকার, বাক্য ও চেষ্টা দ্বারা যে ভাবের উদয় হয়, তা হাস্যরস নামে পরিচিত। হাস ভাব থেকে আসে।

হাস্যরস

ঠাস্ ঠাস্ দ্রুম দ্রাম, শুনে
লাগে খটকা–
ফুল ফোটে? তাই বল!
আমি ভাবি পট্‌কা!

~সুকুমার রায়

আবদুল হাই
করে খাই খাই
এক্ষুনি খেয়ে বলে
কিছু খাই নাই।
লাউ খায় শিম খায়
খেয়ে মাথা চুলকায়
ধুলো খায়
মুলো খায়
মুড়ি সবগুলো খায়
লতা খায় পাতা খায়
বাছে না সে যা-তা খায়
থেকে থেকে খাবি খায়
কত হাবিজাবি খায়

সেদ্ধ ও ভাজি খায়
খেয়ে ডিগবাজী খায়
বকুনি ও গালি খায়
থামে না সে খালি খায়।
গরু খায় খাসি খায়
টাটকা ও বাসি খায়
আম খায়
জাম খায়
টিভি প্রোগ্রাম খায়।

~লুৎফর রহমান রিটন

৬) ভয়ানকরস

যা হতে মনে ভয় সৃষ্টি হয়, তাকে ভয়ানক রস বলে। ভয় ভাব থেকে আসে।

ভয়ানকরস

ঘরের চালেতে ভূতুম
ডাকিছে, অকল্যাণ এ সুর
মরনের দূত এল বুঝি হায়!
হাঁকে মায় দূর-দূর
রুগ্ন ছেলের শিয়রে বসিয়া
একেলা জাগিছে মাতা,
সম্মুখে তার ঘোর কুজঝটি
মহা-কাল-রাত পাতা।

~জসীমউদ্দিন

৭) বীভৎসরস

যা দ্বারা মনে ঘৃণাদায়ক ভাবের উদয় হয়, তাকে বীভৎস রস বলে। জুগুপ্সা ভাব থেকে আসে।

1.7x

বীভৎসরস

তন্দ্রার ভেতরে আমি শুনি
ধর্ষিতার করুণ চিৎকার,
নদীতে পানার মতো ভেসে
থাকা মানুষের পচা লাশ
মুন্ডহীন বালিকার কুকুরে
খাওয়া বিভৎস্য শরীর
ভেসে ওঠে চোখের ভেতরে।
আমি ঘুমুতে পারিনা, আমি
ঘুমুতে পারিনা...

~রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্

৮) রৌদ্ররস :

ক্রোধজনক রসকে রৌদ্ররস বলে। ক্রোধ ভাব থেকে আসে। জঘন্যতম অন্যায়কারী ও মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতে আমাদের চিত্তে বা মনে যে রোষাণল প্রজ্বলিত হয় তার কাব্যরূপই রৌদ্ররস।

না আমি আসিনি ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রাচীন পাতা
ফুঁড়ে, দুর্বাশাও নই, তবু আজ এখানে দাঁড়িয়ে এই
রক্ত গোধূলিতে অভিশাপ দিচ্ছি।
আমাদের বুকের ভেতর যারা ভয়ানক কৃষ্ণপক্ষ
দিয়েছিল সেঁটে
মগজের কোষে কোষে যারা পুঁতেছিল
আমাদেরই আপন জনেরই লাশ দগ্ধ, রক্তাপ্লুত
যারা গণহত্যা করেছে শহরে গ্রামে টিলায় নদীতে
ক্ষেত ও খামারে
আমি অভিশাপ দিচ্ছি নেকড়ের চেয়ে অধিক পশু
সেই সব পশুদের।
ফায়ারিং স্কোয়াডে ওদের সারিবদ্ধ দাঁড় করিয়ে
নিমেষে ঝাঁ ঝাঁ বুলেটের বৃষ্টি
ঝরালেই সব চুকে বুকে যাবে তা আমি মানি না।

৯) শান্তরস :

তত্ত্বজ্ঞানের জন্য যে শান্তভাবের উদয় ও অনুরাগ জন্মায় তাকে শান্ত রস বলে। পরম শান্তি বা নির্বেদ ভাব থেকেই শান্ত রসের উৎপত্তি।

শান্তরস

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর॥
কত বর্ণে কত গন্ধে, কত গানে
কত ছন্দে,
অরূপ তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয়পুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর।

~রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে।
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো,
সুন্দর কর হে।
জাগ্রত করো, উদ্যত
করো,
নির্ভয় করো হে।
মঙ্গল করো, নরলস
নিঃসংশয় করো হে।
অন্তর মম বিকশিত
করো,
অন্তরতর হে।

~রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শুদ্ধ ভাষার পাঠশালা